০৯-০৯-১৯ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি বাপদাদা মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - ব্রাহ্মণ হলো শিখা আর শূদ্র হলো চরণ, তোমরা যখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হতে পারবে, তখনই দেবতা হতে পারবে"

প্রশ্ন :-- তোমরা কী শুভ ভাবনা করো, যার বিরোধিতা মানুষ করে ?

উত্তর :-- তোমাদের শুভ ভাবনা হলো, এই পুরানো দুনিয়ার অবসান হয়ে নতুন দুনিয়ার যেন স্থাপনা হয়ে যায়, এরজন্যই তোমরা বলো, এই পুরানো দুনিয়া এখন বিনাশ হলো বলে । মানুষ এরই বিরোধিতা করে ।

প্রশ্ন :-- এই ইন্দ্রপ্রস্থের প্রধান নিয়ম কি ?

উত্তর :-- কোনো পতিত শূদ্রকেই এই ইন্দ্রপ্রস্থ সভাতে আনা যাবে না । কেউ যদি তাদের নিয়েও আসে, তো তাদের উপর পাপ লেগে যায় ।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মিক সন্তানদের বসে বোঝাচ্ছেন । আত্মিক সন্তানরা জানে যে, আমরা নিজেদের জন্য দৈবী রাজ্য পুনরায় স্থাপন করছি, কেননা তোমরা হলেও ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, তোমরাই এই কথা জানো। কিন্তু মায়া তোমাদেরও এই কথা ভুলিয়ে দেয় । তোমরা দেবতা হতে চাও, তো মায়া তোমাদের ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র বানিয়ে দেয় । শিববাবাকে স্মরণ না করার কারণে ব্রাহ্মণ, শূদ্র হয়ে যায় । বাচ্চারা এই কথা জানে যে, আমরা নিজেদের রাজ্য স্থাপন করছি । রাজ্য যখন স্থাপন হয়ে যাবে, তখন আর এই পুরানো সৃষ্টি থাকবে না । আমি সবাইকে এই বিশ্ব থেকে শান্তিধামে পাঠিয়ে দিই । এই হলো তোমাদের ভাবনা ।কিন্তু তোমরা যে বলো, এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, তখন মানুষ অবশ্যই এর বিরোধিতা করবে, তাই না । তারা বলবে, ব্রহ্মাকুমারীরা এই কথা কি বলছে ? ওরা বিনাশ - বিনাশ, এই কথাই বলতে থাকে । তোমরা জানো যে, এই বিনাশেই প্রধানতঃ ভারতের আর সাধারণভাবে সম্পূর্ণ দুনিয়ার ভালোই হবে । এই কথা দুনিয়ার মানুষ জানে না । বিনাশ হলে সকলেই মুক্তিধাম চলে যাবে । এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের হয়েছো । প্রথমে তোমরা আসুরী সম্প্রদায়ের ছিলে । ঈশ্বর তোমাদের নিজেই বলেন - আমাকে ("মামেকম") স্মরণ করো । বাবা তো এই কথা জানেন যে, সর্বদা স্মরণে কেউই থাকতে পারে না । সর্বদা স্মরণে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, তখন কর্মাতীত অবস্থা এসে যাবে । এখন তো তোমরা সকলেই পুরুষার্থী । যারা ব্রাহ্মণ হতে পারবে তারাই দেবতা হবে । ব্রাহ্মণের পরেই হলো দেবতা । বাবা বুঝিয়েছেন যে, ব্রাহ্মণ হলো শিখা । বাচ্চারা যেমন ডিগবাজির খেলা খেলে - প্রথমে মাথার শিখা বা টিকি আসে । ব্রাহ্মণদের সবসময় শিখা বা টিকি থাকে । তোমরা হলে ব্রাহ্মণ । প্রথমে তোমরা শূদ্র অর্থাৎ চরণ ছিলে । এখন হয়েছো ব্রাহ্মণের টিকি, এরপর দেবতা হবে । দেবতা বলে মুখকে, ক্ষত্রিয় হলো ভুজ, বৈশ্য উদর, শূদ্র বলা হয় চরণকে । শূদ্র অর্থাৎ ক্ষুদ্র বুদ্ধি, তুচ্ছ বুদ্ধি । তুচ্ছ বুদ্ধি তাদের বলা হয় যারা বাবাকে জানে না, আর বাবার গ্লানি করতে থাকে । বাবা তখন বলেন -- যখন ভারতে অতি গ্লানি হয়, তখনই আমি আসি । যারা ভারতবাসী বাবা তাদের সঙ্গেই কথা বলেন । "যদা যদা হি ধর্মস্য...." বাবা এই ভারতেই আসেন । তিনি অন্য কোনো জায়গায় আসেন না । ভারতই হলো অবিনাশী খণ্ড । বাবাও অবিনাশী । তিনি কখনোই জন্ম -

মরণে আসেন না । বাবা বসে অবিনাশী আত্মাদেরই এই কথা শোনান । এই শরীর তো হলো বিনাশী । তোমরা এখন শরীরের ভাব ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করতে লেগেছো । বাবা বুঝিয়েছেন যে, হোলিতে কোকি (মিষ্টি চাপাটি) তৈরী করা হয়, তো সমস্ত কোকি জ্বলে যায় কিন্তু সুতো জ্বলে না । আত্মার কখনো বিনাশ হয় না । এর উপরেই এই উদাহরণ । এ কোনো মনুষ্যমাত্রই জানে না যে, আত্মা হলো অবিনাশী । ওরা তো বলে দেয়, আত্মা নির্লিপ্ত । বাবা বলেন -- তা নয়, আত্মাই এই শরীরের দ্বারা ভালো বা মন্দ কর্ম করে । আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে এবং কর্মভোগ করে, সে তো হিসেব - নিকেশ নিয়েই আসে, তাই না, তাই আসুরী দুনিয়াতে মানুষ অপার দুঃখ ভোগ করে । এখানে আয়ুও মানুষের কম থাকে কিন্তু মানুষ এই দুঃখকেই সুখ মনে করে বসে আছে । বাচ্চারা, তোমরা কতো বলতে থাকো, তোমরা নির্বিকারী হও, তবুও তারা বলে, বিষ ছাড়া আমরা থাকতে পারি না, কেননা এ তো শূদ্র সম্প্রদায় । সকলেরই ক্ষুদ্র বুদ্ধি। তোমরা ব্রাহ্মণের শিখা হয়েছো । এই শিখা বা টিকি তো সবথেকে উঁচু । দেবতাদের থেকেও উচু । তোমরা এই সময় দেবতাদের থেকেও উঁচু কেননা তোমরা বাবার সঙ্গে আছো । বাবা এইসময় তোমাদের পড়ান । বাবা তো তোমাদের অনুগত সেবক হয়েছেন । বাবা তো বাচ্চাদের অনুগত সেবক হন, তাই না । তিনি বাচ্চাদের জন্ম দিয়ে, মানুষ করে পড়িয়ে, বড় করে তারপর যখন নিজে বৃদ্ধ হন, তখন সমস্ত সম্পত্তি বাচ্চাদের দিয়ে, একেবারে গুরুর কাছে গিয়ে বসেন । বাণপ্রস্থী হয়ে যান । মুক্তিধামে যাওয়ার জন্য গুরু করেন কিন্তু এভাবে তো মুক্তিধামে যেতে পারেন না । তাই মা - বাবারা বাচ্চাদের দেখভাল করেন । মনে করো, যখন মার অসুস্থতার সময় বাচ্চারা মলত্যাগ করে, তখন বাবাকেই তো তা পরিষ্কার করতে হয়, তাই না । তাহলে তো মা - বাবা বাচ্চাদের সেবকই হলো । তারা সমস্ত সম্পত্তি বাচ্চাদের দিয়ে দেন । অসীম জগতের এই বাবাও বলেন - আমি যখন আসি, তখন কোনো ছোটো বাচ্চার কাছে আসি না । তুমি তো বড় । তোমাকে বসে আমি শিক্ষা দিই । তোমরা যখন শিববাবার সন্তান হয়ে যাও, তখন তোমাদের বি.কে বলা হয় । এর আগে তোমরা শূদ্রকুমার - কুমারী ছিলে, বেশ্যালয়ে ছিলে । এখন তোমরা বেশ্যালয়ে থাকো না । এখানে কোনো বিকারী থাকতে পারে না । তার অনুমতি নেই । তোমরা হলে বি .কে । এই স্থানই হলো বি.কেদের থাকার জন্য । এমনও অনেক আনাড়ী বাচ্চা আছে, যারা বোঝেও না যে, পতিত, বিকারে থাকা মানুষদের শূদ্র বলা হয়, তাদের এখানে থাকার অনুমতি নেই, তারা এখানে আসতেই পারে না । এ তো ইন্দ্র সভার কথা, তাই না । ইন্দ্রসভা তো এখানেই, যেখানে জ্ঞানের বর্ষণ হয় । কোনো বি.কে যদি অপবিত্রকে লুকিয়ে এখানে বসায় তো দুজনেরই অভিশাপ লাগে যে, পাথর বুদ্ধির হয়ে যাও । এই তো হলো প্রকৃত ইন্দ্রপ্রস্থ, তাই না । এ কোনো শূদ্রকুমার - কুমারীদের সৎসঙ্গ নয় । দেবতারা পবিত্র হয় আর পতিত হয় শূদ্ররা । বাবা এসে পতিতদের পবিত্র দেবতা বানান । এখন তোমরা পতিত থেকে পবিত্র দেবতা হচ্ছো । তাহলে এ হয়ে গেলো ইন্দ্রসভা । যদি জিজ্ঞাসা না করে কেউ বিকারীকে নিয়ে আসে, তাহলে অনেক সাজা পেতে হয় । তারা পাথর বুদ্ধির হয়ে যায় । এখানে তো তোমরা পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির তৈরী হচ্ছো, তাই না । তাই ওদের যারা নিয়ে আসে, তারাও শাপগ্রস্ত হয় । তোমরা কেন বিকারীদের লুকিয়ে নিয়ে এসেছো ? ইন্দ্রকে (বাবাকে) জিজ্ঞাসাও করো নি । তাহলে কতো সাজা পাবে । এ হলো গুপ্ত কথা । তোমরা এখন দেবতা তৈরী হচ্ছো । এখানকার নিয়ম খুবই শক্ত । অবস্থাই পড়ে যেতে থাকে । একদম পাথর তুল্য বুদ্ধির হয়ে যায় । ওরা পাথরবুদ্ধিরই । পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধি হওয়ার জন্য পুরুষার্থই করে না । এ হলো গুপ্ত কথা, যা তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো । এখানে বি.কেরা থাকে, বাবা তাদের দেবতা অর্থাৎ পাথর বুদ্ধির থেকে পরশ পাথর বুদ্ধির তৈরী করছেন ।

বাবা তাঁর মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝান -- তোমরা কোনো নিয়ম ভঙ্গ ক'রো না । তা না হলে তোমাদের পাঁচ ভূত ধরে ফেলবে । কাম - ক্রোধ - লোভ - মোহ এবং অহংকার - এই হলো পাঁচ বড় বড় ভূত, অর্ধেক কল্পের । তোমরা এখানে ভূতদের দূর করতে এসেছো । যে আত্মা শুদ্ধ, পবিত্র ছিলো, সে আজ অপবিত্র, দুঃখী, রোগী হয়ে গিয়েছে । এই দুনিয়াতে এখন অথৈ দুঃখ । তাই বাবা এখন এসে জ্ঞানের বর্ষণ করেন । বাচ্চারা, তিনি তোমাদের দ্বারাই এই জ্ঞানের বর্ষণ করেন । তিনি তোমাদের জন্য স্বর্গের রচনা করেন । তোমরাই যোগবলের দ্বারা দেবতা হও । বাবা কিন্তু নিজে তা হন না । বাবা তো হলেন সেবক । শিক্ষকও ছাত্রদের সেবক হন । তাঁর এই পড়ানোই হলো সেবা । শিক্ষক বলেন, আমি তোমাদের অতি অনুগত সেবক । কাউকে ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়র ইত্যাদি তৈরী করেন, তাহলে তো সেবকই হলেন, তাই না । যদিও গুরুরাও পথ বলে দেন । তাঁরাও সেবক হয়ে মুক্তিধামে নিয়ে যাওয়ার সেবা করেন কিন্তু আজকাল তো গুরুরা কোথাও নিয়ে যেতে পারেন না, কেননা তাঁরাও পতিত । একই সদগুরু যিনি সদা পবিত্র, বাকি গুরুরা তো সকলেই পতিত । এই সম্পূর্ণ দুনিয়াই পতিত । সত্যযুগকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয়, পতিত দুনিয়া বলা হয় কলিযুগকে । সত্যযুগকেই সম্পূর্ণ স্বর্গ বলা হবে । ত্রেতাতে দুই কলা কম হয়ে যায় । বাচ্চারা, এই কথা তোমরাই বুঝে তারপর ধারণ করো । এই দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না । এমন নয় যে সম্পূর্ণ দুনিয়াই স্বর্গে চলে যাবে । পূর্ব কল্পের মতো ভারতবাসীরাই আসবে এবং সত্যযুগ আর ত্রেতায় দেবতা হবে । ওরাই আবার দ্বাপর যুগে থেকে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেবে । হিন্দু ধর্মে এখন যে আত্মারা উপর থেকে আসছে, তারাও নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয় কিন্তু তারা তো দেবতা হবে না, আর না তারা স্বর্গে যাবে । ওরা তো আবার দ্বাপর যুগের পর নিজের সময় অনুযায়ী নামবে এবং নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেবে । তোমরাই তো দেবতা হও যাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পার্ট থাকে । এ হলো এই নাটকের অনেক বড় যুক্তি । অনেকের বুদ্ধিতে এই কথা বসে না তাই উঁচু পদও পেতে পারে না ।

এ হলো সত্যনারায়ণের কথা । ওরা তো মিথ্যে কথা শোনায়, ওতে কেউ লক্ষ্মী - নারায়ণ হতেই পারে না । এখানে তোমরা প্রত্যক্ষভাবে এমন তৈরী হয়, কলিযুগে সবই হলো মিথ্যা । মিথ্যা মায়া -- রাবণের রাজ্যই হলো মিথ্যা । বাবা সত্য খণ্ড বানান । এ কথাও তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানতে পারো, তাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে কেননা এ হলো আধ্যাত্মিক পাঠ, কেউ যদি অল্প পাঠ গ্রহণ করে তাহলে ফেল হয়ে যায় । এই পাঠ তো একবারই হতে পারে । তারপর এই পাঠ মুশকিল হয়ে যাবে । শুরুতে যারা এই পাঠ গ্রহণ করার পর শরীর ত্যাগ করে চলে গেছেন, তারা সেই সংস্কার নিয়ে গেছেন । তারা আবার এসে এই পাঠ গ্রহণ করবে । নাম আর রূপের তো পরিবর্তন হয়ে যায় । আত্মাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মের পার্ট পেয়েছে যার ভিত্তিতে বিভিন্ন নাম - রূপ, দেশ এবং কালে অভিনয় করতে থাকে । এতো ছোটো আত্মা কতো বড় শরীর পায় । আত্মা তো সকলের মধ্যেই আছে, তাই না । আত্মা কতো ছোটো যে, ছোটো মশার মধ্যেও থাকে । এ সবই হলো খুব সূক্ষ্ম বোঝার মতো কথা । যে বাচ্চারা এখানে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে, তারা মালার দানা হয় । বাকিরা গিয়ে তো পাই - পয়সার পদ পাবে । তোমাদের এখন এই ফুলের বাগান তৈরী হচ্ছে । প্রথমে তোমরা কাঁটা ছিলে । বাবা বলেন, কাম বিকারের কাঁটা খুবই খারাপ । এ আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখই দেয় । দুঃখের মূল কারণই হলো কাম । কামকে জয় করতে পারলেই তোমরা জগৎজিৎ হতে পারবে, এতেই অনেকের মুশকিল অনুভব হয় । অনেক মুশকিলেই মানুষ পবিত্র হয় ।

বুঝতে পারা যায়, কারা পুরুষার্থ করে উঁচুর থেকেও উঁচু দেবতা হবে । নর থেকে নারায়ণ এবং নারী থেকে লক্ষ্মী হয়, তাই না । নতুন দুনিয়াতে স্ত্রী - পুরুষ দুইই পবিত্র ছিলো । এখন সবাই পতিত । যখন পবিত্র ছিলো তখন সবাই সতোপ্রধান ছিলো । এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে । এখানে উভয়কেই পুরুষার্থ করতে হবে । এই জ্ঞান সন্ন্যাসীরা দিতে পারেন না । ওদের ধর্ম হলো আলাদা, নিবৃত্তি মার্গের । এখানে ভগবান তো স্ত্রী - পুরুষ উভয়কেই পড়ান । তিনি উভয়কেই বলেন, এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে তারপর লক্ষ্মী - নারায়ণ হতে হবে । সবাই তো তা হতে পারবে না । লক্ষ্মী - নারায়ণেরও সাম্রাজ্য থাকে । তাঁরা কিভাবে এই রাজ্য নিয়েছিলেন - এ কথা কেউই জানে না । সত্যযুগে এঁদের রাজ্য ছিলো, এও বুঝতে পারে, কিন্তু সত্যযুগকে তবুও লাখ বছর করে দিয়েছে, এ তো অজ্ঞানতা হয়ে গেলো । বাবা বলেন যে - এ হলোই কাঁটার জঙ্গল । আর সে হলো ফুলের বাগান । এখানে আসার আগে তোমরা অসুর ছিলে । এখন তোমরা অসুর থেকে দেবতা হচ্ছো । তোমাদের এমন কে বানান ? অসীম জগতের পিতা । যখন দেবতাদের রাজ্য ছিলো তখন দ্বিতীয় কিছুই ছিলো না । এও তোমরা বোঝো । যারা একথা বুঝতে পারে না, তাদেরই পতিত বলা হয় । এ হলো ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের সভা । এখানে কেউ যদি শয়তানীর কাজ করে তাহলে নিজেকেই অভিশপ্ত করে দেয় । তখন তারা পাথর সম বুদ্ধির হয়ে যায় । তারা তো সোনার বুদ্ধির নর থেকে নারায়ণ হওয়াদের মতো নয় -- এর প্রমাণ পাওয়া যায় । তৃতীয় শ্রেণীর যারা, তারা গিয়ে দাস - দাসী হবে । এখনো রাজাদের কাছে দাস - দাসী আছে । এমন গায়নও আছে --কারো অর্থ চাপা পড়ে যাবে মাটির তলায়, কারো অর্থ খেয়ে নেবে রাজা....। আগুনের গোলা যদি আসে তো বিষের গোলাও আসবে । মৃত্যু তো অবশ্যই আসবে । এমন - এমন জিনিস তৈরী করা হচ্ছে যে মানুষের হাতিয়ারের আর প্রয়োজন পড়বে না । ওখান থেকে বসে এমন বোম্ব ছুড়বে, আর তার হাওয়া এমন ছড়িয়ে পড়বে যে ঝট করে সব শেষ করে দেবে । এতো কোটি - কোটি মানুষের বিনাশ হয়ে যাবে, এ কি কম কথা ? সত্যযুগে কতো সামান্য মানুষ হয় । বাকি সবাই শান্তিধামে চলে যাবে, যেখানে আমরা সকল আত্মারা থাকি । সুখধামে থাকে স্বর্গ আর দুখধামে নরক । এই চক্র ঘুরতেই থাকে । মানুষ পতিত হওয়ার কারণে এই দুনিয়া দুখধাম হয়ে যায় এরপর বাবা এসে সুখধামে নিয়ে যান । পরমপিতা পরমাত্মা এখন সকলের সদগতি করছেন, তাই তোমাদের তো খুশী হওয়া উচিত, তাই না । মানুষ ভয় পায়, তারা বোঝে না যে, এই মৃত্যুতেই গতি - সদগতি হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণস্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :--

১) ফুলের বাগানে যাওয়ার জন্য ভিতরে কাম - ক্রোধের যে কাঁটা আছে তাকে দূর করতে হবে । এমন কোনো কর্ম করবে না, যাতে শাপগ্রস্ত হতে হয় ।

২) সত্যখণ্ডের মালিক হওয়ার জন্য সত্যনারায়ণের সত্যকথা শুনতে এবং শোনাতে হবে । এই মিথ্যা খণ্ড থেকে নিজেকে পৃথক করে নিতে হবে ।

বরদান :-- স্ব-দর্শন চক্রের দ্বারা মায়ার সব চক্রকে সমাপণকারী মায়াজিৎ ভব

নিজেকে জানা অর্থাৎ স্ব এর দর্শন হওয়া আর চক্রের জ্ঞান হওয়া অর্থাৎ স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া । তোমরা যখন স্বদর্শন চক্রধারী হও, তখন মায়ার চক্র সমাপ্ত হয়ে যায় । দেহভাবের চক্র, সম্বন্ধের চক্র, সমস্যার চক্র ---মায়ার এমন অনেক চক্র আছে । ৬৩ জন্ম তোমরা এমন অনেক চক্রে আটকে থেকেছো । এখন স্বদর্শন চক্রধারী হওয়ার কারণে তোমরা মায়াজিৎ হয়ে গেছো । স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া অর্থাৎ জ্ঞান - যোগের ডানার সাহায্যে উড়তি কলায় যাওয়া ।

স্লোগান :-- বিদেহী স্থিতিতে থাকলে সহজেই পরিস্থিতিকে পার করতে পারবে ।